ইসলামী ব্যাংকিং

ড. মুহাম্মদ খাইরুল ইসলাম

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ইসলামী ব্যাংকিং
ড. মুহাম্মদ খাইরুল ইসলাম

বি আই এল আর এল এ সি-৪৪

ISBN: 978-984-29813-0-2

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৬

© সংরক্ষিত

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
মোঃ শহীদুল ইসলাম
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০২-২২৩৩৫৬৭৬২ মোবাইল: ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com
www.ilrcbd.org

প্রচ্ছদ
মশিউর রহমান

মুদ্রণ
প্রেসবাংলা

মূল্য : ৫০০ টাকা US $ 15.00

ISLAMI BANKING Written by Dr. Mohammad Khirul Islam and Published by Shahidul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B, Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Raiyan Printers, Elephant Road, Dhaka, Price Tk. 500. US $ 15.

উৎসর্গ

আমার মরহুম পিতাকে
যার হাত ধরে আমার ইলমি পথচলার সূচনা

লেখকের কথা

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন। ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিহিল আমিন, ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। মহান আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া, দীর্ঘ তিন বছরের প্রচেষ্টায় অবশেষে *ইসলামী ব্যাংকিং* বইটি প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৫ সালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করার পর থেকে গত ১০ বছর যাবৎ তৃতীয় বর্ষে 'ইসলামী ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স' কোর্সটি পাঠদান করি। কোর্সটি পাঠদান করতে গিয়ে বাংলা ভাষায় লিখিত ইসলামী ব্যাংকিং বইসমূহ দেখার সুযোগ হয় এবং সেখানে কিছু বিষয়ের অপূর্ণতা দেখতে পাই। বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংকিং-এ প্রচলিত বিভিন্ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে কুরআন-হাদিসের রেফারেন্স থাকলেও ফিকহের মূল কিতাবগুলোর রেফারেন্সের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়াও ব্যাংকিং-এর সাথে মুদ্রাব্যবস্থার সম্পর্ক থাকলেও মুদ্রাব্যবস্থা নিয়ে বিভিন্ন বইয়ে কম আলোচনাই দেখতে পাই। যার পরিপ্রেক্ষিতে বইটি লেখার প্রয়াস।

বর্তমান পৃথিবী অর্থনৈতিক অগ্রসরতার পৃথিবী। অর্থনৈতিকভাবে কোনো জাতি যদি পিছিয়ে পড়ে, তাহলে সে জাতি শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, আবিষ্কার–কোনো দিক থেকেই এগোতে পারবে না। ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন অত্যন্ত সুস্পষ্ট, কল্যাণধর্মী ও বাস্তবভিত্তিক। কিন্তু এ দর্শনকে সঠিকভাবে উপলব্ধি না করার কারণে যুগ যুগ ধরে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়েছে। আর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য ব্যাংকিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

ইসলামী ব্যাংকিং নিয়ে আমাদের সমাজে নানা ধরনের বক্তব্য প্রচলিত আছে। কেউ বলে ইসলামে ব্যাংকিং বা ইসলামী ব্যাংকিং বলে কিছু নেই। আবার কেউ বলে, ইসলামী ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে সুদকে ইসলামীকরণ করা হয়েছে। আবার কারও মতে ইসলামী ব্যাংকিং-এর নামে যে সমস্ত কার্যক্রম চলছে, সেটি পুরোপুরি ইসলাম সমর্থন করে না। আসলে এইসব কথাবার্তার মূলেই রয়েছে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকা। ইসলাম তো একটি পদ্ধতি বা ব্যবস্থার নাম। একটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিকে তখনই

ইসলামী বলা যায়, যখন সেখানে কুরআন-সুন্নাহবিরোধী কোনো উপাদান না থাকে এবং সেটির ভিত্তিই হয় কুরআন ও সুন্নাহ। যেমন : ধরুন ইসলামে গরুর গোশত খাওয়া হালাল; কিন্তু কোনো গরু যদি আল্লাহর নামে জবেহ করা না হয়, তাহলে সেটি হারাম। এখানে গরুর গোশত হালাল না হারাম, এটি নির্ভর করছে জবেহের প্রক্রিয়ার ওপর। ঠিক তেমনই ব্যাংকিং বা ব্যবসা-বাণিজ্য যদি শরয়ি প্রক্রিয়া মেনে চলা যায়, তাহলে সেটি হারাম হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। বর্তমানে শরিয়াহ বা ইসলামী ব্যাংকিং-এর নামে যেসব পদ্ধতি বা সিস্টেম রয়েছে, এর কোনোটিই নতুন কিছু নয়; বরং মুদারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহাসহ সকল কিছুই রাসূল সা. ও সাহাবিদের যুগে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে সেসবই যুগের উপযোগী করে ইসলামী ব্যাংকিং-এ প্রচলিত হচ্ছে।

এই বইটি লিখতে গিয়ে বাংলা ভাষায় লিখিত অনেক বই থেকে সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আরবি ভাষায় লিখিত মূল কিতাবসমূহ থেকেই রেফারেন্স নেওয়া হয়েছে। বাংলা ভাষায় এ সংক্রান্ত অনেক বই থাকলেও পাঠক এখানে কিছুটা পার্থক্য বা ভিন্নতা পাবেন। যাদের লেখা থেকে সহায়তা নিয়েছি, সকলের প্রতি দুআ ও কৃতজ্ঞতা।

বইটি প্রকাশের মুহূর্তে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতা এবং শিক্ষাজীবনের সকল স্তরের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দের প্রতি, যাদের চেষ্টা ও সহযোগিতায় আমি কিছু লেখার যোগ্যতা অর্জন করেছি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমার প্রিয় শিক্ষার্থীদের প্রতি, যারা এ রকম একটি বই লিখতে প্রতিনিয়ত উৎসাহ জুগিয়েছেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মী, বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকে কর্মরত আমার শুভাকাঙ্ক্ষীগণ, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শরিয়াহ কাউন্সিলের সদস্যবর্গের প্রতি, বইটি লেখার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমার প্রিয় শিক্ষার্থী মুহাম্মাদ আনোয়ার শাহ-এর প্রতি, যিনি বইটি কম্পোজ, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর প্রতি, যারা বইটি প্রকাশ করেছেন।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার প্রেমময়ী স্ত্রী শময়িতা চৌধুরী, আমার নিত্য প্রেরণার উৎস প্রিয় দুই সন্তান আহমাদ সানীম ও

সামিহা তাসনীমের প্রতি, যারা তাদের প্রাপ্য সময় উৎসর্গ না করলে কখনোই বইটি শেষ করতে পারতাম না। তাদের প্রতি রইল নিরন্তর দুআ ও অশেষ ভালোবাসা।

আমি খুবই অল্প জ্ঞানী এবং ক্ষুদ্র একজন লেখক। সুতরাং আমার লেখায় ত্রুটিবিচ্যুতি থাকবে– এটাই স্বাভাবিক। বইটিতে যা কিছু ভুল, তার সকল দায় আমার আর যা কিছু শুদ্ধ ও সঠিক, তা মহান আল্লাহর একান্ত দয়া। আমার ত্রুটিসমূহ আমাকে অবগত করলে পরবর্তী সময়ে শুধরে নেব, ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং পরকালে এর বিপরীতে উত্তম জাজা প্রদান করুন, আমিন!

ড. মুহাম্মদ খাইরুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর প্রতি; যিনি মানুষকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং পৃথিবীতেই মানুষের রিজিকের ব্যবস্থা করে হালাল ও পবিত্র রিজিক অন্বেষণে নির্দেশ প্রদান করেছেন। লক্ষ-কোটি দরুদ ও সালাম বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারি হজরত মুহাম্মাদ সা.-এর প্রতি; যিনি মানুষকে হালাল পন্থায় রিজিক উপার্জনের পথ ও পদ্ধতি স্বীয় কর্মেও দেখিয়ে দিয়েছেন।

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন বা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানুষের ঈমান-আকিদা থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনে আল্লাহর নির্দেশনা যেমন মেনে চলা আবশ্যক, অনুরূপভাবে ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদন ও বণ্টন কীভাবে পরিচালিত হবে, সেক্ষেত্রেও মহান আল্লাহর বিধান মেনে চলা অপরিহার্য। ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষায় হারাম করা হয়েছে সুদ, মুনাফাখুরি, মজুতদারি, ফটকাবাজি ও কালোবাজারিসহ হারাম পন্থায় অর্থ উপার্জনের যাবতীয় পদ্ধতি। মানবসভ্যতার নিকৃষ্টতম শত্রু সুদের অভিশাপ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন। কিয়ামতের দিন বনি আদম যে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত এক কদমও নড়তে পারবেন না, তার মধ্যে দুটি প্রশ্ন হলো অর্থসংক্রান্ত; মানুষ কোন পন্থায় সম্পদ উপার্জন করেছে এবং কোন পথে সম্পদ ব্যয় করেছে? এ থেকেই বোঝা যায়, মানুষের জীবনে সম্পদের প্রয়োজনীয়তা এবং সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ।

'ইসলামী ব্যাংকিং' অর্থনৈতিক দর্শনের এক নান্দনিক বিকাশ। গত শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের সবচেয়ে বড়ো অর্জন হলো ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার উদ্ভাবন ও প্রসার। ইসলামী ব্যাংকিং মডেল বিশ্বজনীনতা তথা আন্তর্জাতিকভাবে গ্লোবাল ব্যাকিং-এর মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। ইসলামী ইতিহাসের সূচনালগ্নে বর্তমান প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা

না থাকলেও 'বায়তুল মাল' ছিল সরকারি অর্থভান্ডার। বায়তুল মালের সব লেনদেন ছিল সুদমুক্ত। আব্বাসীয় খলিফা মুকতাদিরের (৯০৮-৯৩২) আমলে মুসলমানরা আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার অধিকাংশ মৌলিক কর্মকাণ্ড শুরু করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নানাবিধ রাজনৈতিক কারণে মুসলমানরা তাদের অর্থনৈতিক নেতৃত্ব হারাতে বাধ্য হয়। এমন ক্রান্তিলগ্নে পশ্চিমা শক্তি মুসলিম বিশ্বের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করে। সুদের শেকড় বিস্তার লাভ করে সর্বত্র। সুদের বেড়াজালে আবদ্ধ অর্থনীতি দরিদ্রতা, বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি, শোষণ-জুলুম ও শ্রেণিসংঘাতের জন্ম দেয়। এমতাবস্থায় ইসলামী ব্যাংকিং এবং সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ধারণা ছিল অকল্পনীয়। তবুও একটি সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা বিনির্মাণে মুসলিম স্কলারগণ গবেষণায় মত্ত হন। যার পরিপ্রেক্ষিতে বিংশ শতাব্দীতে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নবজাগরণ শুরু হয়। ১৯৬৩ সালে মিসরে ড. আহমাদ আল নাজ্জার আধুনিক কালের সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক মিট গামার সেভিংস ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংকিং চালু হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশেও ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়। ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হবে কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী। কুরআন-সুন্নাহ প্রদত্ত মূলনীতির আলোকে রচিত হয়েছে ইসলামী ফিকহবিজ্ঞান। ফুকাহায়ে কেরাম ফিকহে ইসলামীতে প্রাচীন ও আধুনিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধান উপস্থাপন করেছেন।

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ মনে করে, প্রচলিত ব্যাংক এবং ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি এমন নয়। ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক ও অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানসমূহের লভ্যাংশের টাকা পরিপূর্ণ হালাল ও শরিয়াহসম্মত আর প্রচলিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের লভ্যাংশের টাকা সরাসরি সুদ, হারাম ও শরিয়াহ পরিপন্থি।

তবে কোনো ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান যদি ইসলামের নাম দিয়ে ইসলামী শরিয়াহ অনুযায়ী ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান চালাতে না পারে, তখন সেটি হবে তাদের ত্রুটি বা দুর্বলতা। তাই বলে ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক ব্যাংক অথবা প্রতিষ্ঠান চালু করা সম্ভব নয়, তা মোটেই ঠিক নয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন

দেশে ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক অনেক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। তবে বাংলাদেশে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকসমূহে কোনো ক্রুটি বা বিচ্যুতি নেই, সেটি আমি দাবি করছি না; বরং যেসব ক্রুটি আমার নিকট পরিলক্ষিত হয়েছে, এ বইতে সেসব বিষয়েরও উল্লেখ আছে। আবার অনেক অসাধু ব্যবসায়ী আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য ইসলামের নাম ব্যবহার করে সুদি ও অনৈসলামিক কারবার করছে, যা সম্পূর্ণ অনৈতিক ও হারাম।

বইটিকে আমি মোট আটটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি−

প্রথম অধ্যায়− ব্যাংক : পরিচিতি ও ইতিহাস। এখানে ব্যাংকের পরিচয়, প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে শুরু করে প্রাচীন যুগের ব্যাংকিং ব্যবস্থা (৩০০০ খ্রিষ্টপূর্ব থেকে ৪১০ খ্রিষ্টাব্দ), বিভিন্ন সভ্যতায় ব্যাংকিং ব্যবস্থা, মধ্যযুগের ব্যাংকিং ব্যবস্থা (৪০০-১৪০০ খ্রিষ্টাব্দ), প্রাক-ইসলামী যুগ ও ইসলামী যুগের ব্যাংকিং ব্যবস্থা, খিলাফত ও সুলতানি আমলের ব্যাংকিং ব্যবস্থা, আধুনিক যুগের ব্যাংকিং ব্যবস্থা (১৪০০-১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ), উত্তরাধুনিক যুগের ব্যাংকিং সিস্টেম (১৯৪৪-২০২২ খ্রিষ্টাব্দ), ভারতীয় উপমহাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়াও বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইডিবি), এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ধারণা পেশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়− মুদ্রাব্যবস্থার ইতিহাস। এটি সাধারণত ইসলামী ব্যাংকিং-এর বইসমূহে অনুপস্থিত থাকে। কিন্তু আমি মনে করেছি, ব্যাংকিং-এর সাথে মুদ্রাব্যবস্থার একটি যোগসূত্রতা রয়েছে, তাই এটির আলোচনা থাকা জরুরি। তাই এই অধ্যায়ে প্রাক-মুদ্রা ও মুদ্রাব্যবস্থা, মুদ্রার সেকাল-একাল, ডিজিটাল মুদ্রাব্যবস্থা, রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগের মুদ্রাব্যবস্থা, ইসলামী যুগের মুদ্রাব্যবস্থা, খোলাফায়ে রাশেদার যুগের মুদ্রাব্যবস্থা, খিলাফত ও সুলতানি আমলের মুদ্রাব্যবস্থা, আধুনিক মুদ্রাব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতি, হুন্ডি লেনদেন, মানি লন্ডারিং বা অর্থ পাচার, মানি লন্ডারিং ইত্যাদি বিষয়ে শরিয়াহর বিধান, আধুনিক কারেন্সি পদ্ধতি, ক্রিপ্টো কারেন্সি/বিটকয়েন ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়− ইসলামী ব্যাংকিং : পরিচিতি, উদ্ভব ও মূল্যায়ন। এ অধ্যায়ে রয়েছে ইসলামী ব্যাংকিং পরিচিতি, ইসলামী ব্যাংকের উৎপত্তি ও বিকাশ,

বিশেষ করে নববি যুগ (৬১০-৬৩২ খ্রি.), খোলাফায়ে রাশেদার যুগ (৬৩২-৬৬১ খ্রি.), স্কুলস অব ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স, আধুনিক কালে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার উদ্ভাবন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে। অধিকন্তু এ অধ্যায়ে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিকাশ ও উন্নয়নধারা, দেশে দেশে ইসলামী ব্যাংকিং আইন ও গাইডলাইন সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা রয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়− ইসলামী ব্যাংকিং : অর্থ সংগ্রহ ও বিনিয়োগ পদ্ধতি। এ অধ্যায়ে রয়েছে, ইসলামী ব্যাংকিং-এর অর্থ সংগ্রহ ও বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহ, বিশেষ করে আল আমানাহ, আল ওয়াদি'আহ, আল মুদারাবা, আল মুশারাকা ইত্যাদি। ইসলামী ব্যাংকিং-এর আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগের মূল ক্ষেত্রই হলো মুদারাবা ও মুশারাকা। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকিং-এ বলতে গেলে মুশারাকা একপ্রকার অনুপস্থিত। প্রকৃত ইসলামী ব্যাংকিং-এর সুফল পেতে হলে মুশারাকায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এই অধ্যায়ে মুদারাবা ও মুশারাকাসংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়− ইসলামী ব্যাংকিং : অর্থায়নের অন্যান্য পদ্ধতি। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকিং-এ বিনিয়োগ বলতেই বাই মুরাবাহাকেই ধারণা করা হয়। কারণ, ইসলামী ব্যাংকিং-এর মোট বিনিয়োগের তিন-চতুর্থাংশই হলো মুরাবাহা। মুরাবাহা মূলত বেচাকেনার একটি পদ্ধতি। তাই এই অধ্যায়ে ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে বেচাকেনার বিভিন্ন পদ্ধতি মুরাবাহা , মুয়াজ্জাল, সালাম , সারফ, ইসতিসনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। এর বাইরে শরিয়াহ ব্যাংকিং-এর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের লেনদেনসংক্রান্ত চুক্তি, যেমন−আল ইজারাহ, আল ওয়াকালাহ, আল কাফালাহ, আল হাওয়ালাহ, আল জু'আলাহ ইত্যাদি বিষয়ও এ অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়− আর্থসামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান। একটি নির্মোহ বিশ্লেষণ এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর পথচলা শুরু হয়। বর্তমানে দশটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক এবং প্রায় সকল প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো বা শাখা চালু রয়েছে। বাংলাদেশের মোট ব্যাংক ডিপোজিট ও ইনভেস্টমেন্টের এক-চতুর্থাংশ ইসলামী ব্যাংকসমূহের। গত চার দশকের

পথচলায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর নানা ধরনের উত্থান-পতন থাকলেও ইসলামী ব্যাংক যে মানুষের আস্থা অর্জন করতে পেরেছে, এটি বিনা দ্বিধায় বলা যায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ মানবকল্যাণে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদানও এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়– ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরিয়াহ পরিপালন বিষয়ে আলোচনা এ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। শরিয়াহ পরিপালন হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকের প্রাণশক্তি। শরিয়াহ পূর্ণভাবে পরিপালন করতে না পারলে ইসলামী ব্যাংকের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা নষ্ট হয়ে যায়। ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রতিষ্ঠাই হয়েছে ইসলামের সুমহান অর্থনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য, মুনাফা অর্জনের জন্য নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকসমূহের শরিয়াহ পরিপালনের ক্ষেত্রে উদাসীনতা; এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে শরিয়াহ লঙ্ঘনের অভিযোগও উত্থাপিত হচ্ছে। তাই এ অধ্যায়ে শরিয়াহ পরিপালনের গুরুত্ব, শরিয়াহ লঙ্ঘনের ক্ষেত্র এবং ধরন, শরিয়াহ লঙ্ঘনের কারণ ও এ থেকে প্রতিকারের উপায় তুলে ধরা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ে ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন প্রক্রিয়াকে দিক নির্দেশনা প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেমন– AAOIFI, IIFM, IIRA, IILM, CIBAFI, IRT, ITFC সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গঠন, তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

বইটিতে আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের আলোকে ইসলামী ব্যাংকিং সংক্রান্ত বিষয়সমূহ পাঠকের জন্য সহজবোধ্য করে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। মহান আল্লাহ আমার মতো অধমের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং সবাইকে শরিয়াহর আলোকে নিজেদের জীবন গড়ে তোলার তাওফিক দান করুন, আমিন!

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : ব্যাংক : পরিচিতি ও ইতিহাস/২৭-৬৪

১.১ ব্যাংক-এর পরিচয়/২৭
১.১.১ ব্যাংক-এর নামকরণ/২৯
১.২ ব্যাংক সৃষ্টির ইতিহাস/২৯
১.২.১ প্রাগৈতিহাসিক প্রেক্ষাপট (খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০)/৩০
১.২.২ প্রাচীন যুগের ব্যাংকিং ব্যবস্থা (৩০০০ খ্রিষ্টপূর্ব-৪১০ খ্রিষ্টাব্দ)/৩১
ক. ব্যাবিলনীয় সভ্যতা/৩১
খ. রোমান সভ্যতা/৩৪
গ. চৈনিক সভ্যতা/৩৪
ঘ. মিসরীয় সভ্যতা/৩৫
১.২.৩ মধ্যযুগের ব্যাংকিং ব্যবস্থা (৪০০-১৪০০ খ্রিষ্টাব্দ)/৩৫
১.২.৪ আধুনিক যুগের ব্যাংকিং ব্যবস্থা (১৪০০-১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)/৪০
১.২.৫ উত্তরাধুনিক যুগের ব্যাংকিং ব্যবস্থা (১৯৪৪-২০২২ খ্রিষ্টাব্দ)/৪১
ক. বিশ্বব্যাংক/৪২
খ. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)/৪৪
গ. ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইডিবি)/৪৪
ঘ. এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি)/৪৫
১.৩ ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাংকিং ব্যবস্থা/৪৬
১.৩.১ ব্রিটিশ শাসনামলে ব্যাংকিং ব্যবস্থা/৪৮
১.৩.২ পাকিস্তান সৃষ্টির পর ব্যাংকিং ব্যবস্থা/৪৯
১.৪ বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবস্থা/৪৯
১.৪.১ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, গঠন ও সরকারি নীতিমালা/৫৩
১.৪.২ ব্যাংকের শ্রেণিবিন্যাস/৫৪
তালিকাভুক্ত ব্যাংক (Scheduled Banks)/৫৪
তালিকাভুক্ত ব্যাংক-এর প্রকারভেদ/৫৫
অ-তালিকাভুক্ত ব্যাংক (Non-Scheduled Banks)/৫৮
১.৫ আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক/৫৮
১.৫.১ অন্তর্ভুক্তিমূলক/গণমুখী ব্যাংকিং/৫৯
১.৫.২ এজেন্ট ব্যাংকিং/৫৯
১.৫.৩ স্কুল ব্যাংকিং/৬০
১.৫.৪ মোবাইল ব্যাংকিং/৬১

১.৫.৫ গ্রিন ব্যাংকিং/৬১
১.৫.৬ মাইক্রোক্রেডিট/ক্ষুদ্রঋণ/৬২
১.৫.৭ মানবিক ব্যাংকিং/৬৩

দ্বিতীয় অধ্যায় : মুদ্রা ব্যবস্থার ইতিহাস/৬৫-১০৬

২.১ প্রাক মুদ্রা ও মুদ্রাব্যবস্থা/৬৫
২.২ মুদ্রার সেকাল-একাল/৬৬
২.২.১ কমোডিটি মানি/৬৬
২.২.২ মেটাল মানি/৬৭
২.২.৩ পেপার মানি/৬৭
২.২.৪ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড/৬৮
২.২.৫ ব্যাংক ক্রেডিট/৭১
২.২.৬ ই-মানি/৭১
২.৩ রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগের মুদ্রাব্যবস্থা/৭২
২.৩.১ আরব উপদ্বীপের মুদ্রা/৭২
২.৩.২ ইসলাম আবির্ভাব-পরবর্তী মুদ্রা/৭৪
২.৩.৩ আল কুরআনে মুদ্রা/৭৬
২.৪ খোলাফায়ে রাশেদা যুগের মুদ্রাব্যবস্থা/৭৭
২.৪.১ দিওয়ান পরিচিতি/৭৮
২.৪.২ দিওয়ান প্রতিষ্ঠা/৭৯
২.৪.৩ দিওয়ান প্রতিষ্ঠার কারণ/৭৯
২.৪.৪ দিওয়ান পদ্ধতির প্রকৃতি/৭৯
২.৫ খোলাফায়ে রাশেদা-পরবর্তী মুদ্রাব্যবস্থা/৮০
২.৬ আধুনিক মুদ্রাব্যবস্থা/৮৫
২.৭ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)/৮৭
২.৮ আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং সিস্টেম/৮৮
২.৮.১ সুইফট (SWIFT) সিস্টেম/৮৯
২.৯ মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতি/৯১
২.১০ হুন্ডি লেনদেন/৯৪
২.১১ মানি লন্ডারিং বা অর্থ পাচার/৯৫
২.১১.১ অর্থ পাচার কী/৯৫
২.১১.২ অর্থ পাচারের ধাপসমূহ/৯৬
২.১১.৩ মানি লন্ডারিং সম্পৃক্ত অপরাধ ও ইসলামী শরিয়াহর বিধান/৯৭
২.১১.৪ অর্থ পাচারের প্রক্রিয়া/৯৯

২.১১.৫ মানি লন্ডারিংয়ের ক্ষতিকর দিক/১০১
২.১২ আধুনিক কারেন্সি পদ্ধতি/১০২
২.১২.১ ক্রিপ্টোকারেন্সি/বিটকয়েন/১০৩
২.১২.২ ফিনটেক/১০৫

তৃতীয় অধ্যায় : ইসলামী ব্যাংকিং : পরিচিতি, উদ্ভব ও মূল্যায়ন/১০৭-১৪০

৩.১ ইসলামী ব্যাংকিং পরিচিতি/১০৭
৩.১.১ ইসলামী ব্যাংকের শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা/১০৮
৩.২ ইসলামী ব্যাংকিং-এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট/১১০
৩.৩ নববি যুগ (৬১০-৬৩২ খ্রি.)/১১২
৩.৩.১ ইসলামের অর্থব্যবস্থা ও ব্যবসায়নীতি সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ আইন ও নীতিমালা/১১২
৩.৩.২ নবি (স.)-এর ব্যক্তিগত আমল/১১৬
৩.৩.৩ সাহাবিদের কর্ম ও নবি (স.)-এর মৌনসমর্থন/১১৬
এক. জুবায়ের ইবনে আওয়াম/১১৭
দুই. সাইদ ইবনে আস/১১৯
তিন. আবদুর রহমান ইবনে আউফ/১২০
৩.৪ খোলাফায়ে রাশেদার যুগ (৬৩২-৬৬১ খ্রি.)/১২২
৩.৫ স্কুলস অব ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স/১২৩
৩.৬ আধুনিক কালে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার উৎপত্তি/১২৬
৩.৭ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিকাশ/১২৯
৩.৮ দেশে দেশে ইসলামী ব্যাংকিং আইন ও গাইডলাইন/১৩৩
৩.৯ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর উন্নয়নধারা/১৩৬
৩.৯.১ ইসলামী ব্যাংকিং-এ আমানত/১৩৭
৩.৯.২ ইসলামী ব্যাংকিং-এ বিনিয়োগ/১৩৮
৩.৯.৩ ইসলামী ব্যাংকিং-এর খাতভিত্তিক বিনিয়োগ/১৩৯
৩.৯.৪ ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় রেমিট্যান্স/১৩৯

চতুর্থ অধ্যায় : ইসলামী ব্যাংকিং : অর্থ সংগ্রহ ও বিনিয়োগ পদ্ধতি/১৪১-২১৬

ইসলামী ব্যাংকিং : অর্থ সংগ্রহ ও বিনিয়োগ পদ্ধতি/১৪১
৪.১ আল আমানাহ/১৪৩
৪.১.১ আমানাহ-এর পরিচয়/১৪৩
৪.১.২ ইসলামী ব্যাংকিং-এ আমানত/১৪৬

৪.২ আল ওয়াদি'আ/১৪৭
৪.২.১ আল ওয়াদি'আ-এর পরিচয়/১৪৭
ক. আল ওয়াদি'আহ চুক্তির রুকন/১৫০
খ. আল আমানাহ ও আল ওয়াদি'আহ-এর মধ্যে পার্থক্য/১৫০
গ. আল ওয়াদি'আহ চুক্তির বিধান/১৫১
ঘ. যেসব ক্ষেত্রে মুওয়াদ্দা' জামিন/১৫২
ঙ. নাবালক কর্তৃক ওয়াদি'আহ চুক্তি/১৫৩
৪.২.২ ইসলামী ব্যাংকিং-এ আল ওয়াদি'আহর ব্যবহার/১৫৩
৪.৩ টাকা বা সম্পদ জমাকরণের শরয়ি বয়ান/১৫৪
৪.৪ আল মুদারাবাহ/১৫৮
৪.৪.১ মুদারাবার সংজ্ঞা/১৫৯
৪.৪.২ মুদারাবা চুক্তির রোকন/১৬২
৪.৪.৩ মুদারাবা চুক্তি বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত/১৬২
৪.৪.৪ মুদারাবা-এর দলিল/১৬৪
৪.৪.৫ মুদারাবার প্রকারভেদ/১৬৭
৪.৪.৬ মুদারিব সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিধান/১৬৮
৪.৪.৭ অমুসলিমের সাথে মুদারাবা ব্যবসা/১৭০
৪.৪.৮ মুদারাবা ব্যবসার বণ্টন নীতিমালা/১৭২
৪.৪.৯ মুদারাবা চুক্তির বিরোধ নিষ্পত্তি/১৭৪
৪.৪.১০ মুদারাবা চুক্তি বাতিল হওয়ার কারণসমূহ/১৭৬
৪.৪.১১ ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুদারাবা চুক্তির প্রয়োগ/১৭৭
৪.৫ আল মুশারাকা/১৭৯
৪.৫.১ মুশারাকার পরিচয়/১৭৯
৪.৫.২ মুশারাকার দলিল/১৮২
৪.৫.৩ মুশারাকার শ্রেণিবিভাগ/১৮৯
এক. শিরকাতুল মিলক-এর আলোচনা/১৯১
শিরকাতুল মিলক এর প্রকারভেদ/১৯২
মালেকি মাজহাবমতে শিরকাতুল মিলক-এর শ্রেণিবিভাগ/১৯২
শাফেয়ি মাজহাবমতে শিরকাতুল মিলক-এর প্রকার/১৯৩
হাম্বলি মাজহাবমতে শিরকাতুল মিলক-এর প্রকারভেদ/১৯৪
শিরকাতুল মিলক সম্পর্কিত বিধিবিধান/১৯৫
মুহায়াত (المهايأة) পদ্ধতি অবলম্বন/১৯৫
হাইআতুল মুশা' ও হেবাতুল মুশা'/১৯৬
যৌথ সম্পদ ভাড়া দেওয়ার বিধান/১৯৮

দুই. শিরকাতুল আকদ-এর আলোচনা/১৯৯
শিরকাতুল আকদ-এর পরিচয়/১৯৯
হানাফি মাজহাবে শিরকাতুল আকদের প্রকারভেদ/২০০
মালেকি মাজহাবে শিরকাতুল আকদের প্রকারভেদ/২০২
শাফেয়ি মাজহাবে শিরকাতুল আকদের প্রকারভেদ/২০৩
হাম্বলি মাজহাবে শিরকাতুল আকদের প্রকারভেদ/২০৩
শিরকাতুল আকদের রুকন/২০৩
শিরকাতুল আকদের শর্ত/২০৩
শিরকাতুল আকদের লাভ-লোকসান বণ্টননীতি/২০৪
৪.৫.৪ মুশারাকা বাতিলকরণ পদ্ধতি/২০৫
৪.৫.৫ মুশারাকা ও মুদারাবা চুক্তির সমন্বয়/২০৫
৪.৫.৬ ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুশারাকা পদ্ধতির প্রয়োগ/২০৬
ব্যাংক অ্যাকাউন্টস-এ মুশারাকা পদ্ধতি/২০৭
৪.৫.৭ মুশারাকা পদ্ধতিতে মুনাফা বণ্টন/২০৭
৪.৫.৮ প্রোজেক্ট ফাইন্যান্সিংয়ে মুশারাকা/২০৮
৪.৫.৯ ইমপোর্ট ফাইন্যান্সিংয়ে মুশারাকা/২০৯
৪.৫.১০ এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিংয়ে মুশারাকা/২১১
৪.৫.১১ হাউজ ফাইন্যান্সিংয়ে মুশারাকা/২১৩
৪.৫.১২ অটোমোবাইল ফাইন্যান্সিংয়ে মুশারাকা/২১৫

পঞ্চম অধ্যায়
ইসলামী ব্যাংকিং : অর্থায়নের অন্যান্য পদ্ধতি/২১৭-২৯৮

৫.১ ব্যাবসায়িক লেনদেনের দলিল/২১৭
৫.২ বিশুদ্ধ ব্যবসা পদ্ধতি/২১৯
৫.৩ বেচাকেনার রোকন/২২০
৫.৪ বেচাকেনার শর্ত/২২০
৫.৫ বেচাকেনার বিভিন্ন ধরন/২২২
আল মুকায়াদাহ/২২২
আস-সারফ/২২২
আস-সালাম/২২২
আল-মুতলাক/২২২
আল-মুরাবাহা/২২২
আল-মুসাওয়ামাহ/২২২

আত-তাওলিয়া/২২২
আল-ওয়াজিয়াহ/২২২
৫.৬ বাই মুরাবাহা/২২৩
৫.৬.১ মুরাবাহার পরিচয়/২২৩
৫.৬.২ মুরাবাহার দলিল/২২৭
৫.৬.৩ মুরাবাহার শর্তসমূহ/২২৭
৫.৬.৪ মুরাবাহায় খেয়ানত ও করণীয়/২২৯
৫.৬.৫ মুরাবাহার প্রকারভেদ/২৩১
৫.৬.৬ ব্যাংকিং মুরাবাহার বিধান/২৩৩
অঙ্গীকার পূরণ ওয়াজিব না হলে/২৩৫
অঙ্গীকার পূরণ ওয়াজিব ও অপরিহার্য হলে/২৩৮
বৈধ সাব্যস্তকারী স্কলারগণ/২৩৮
বৈধ সাব্যস্তকারীদের দলিল/২৩৯
অবৈধ সাব্যস্তকারী স্কলারগণ/২৪০
অবৈধ প্রবক্তাদের দলিল/২৪১
পর্যালোচনা/২৪২
৫.৬.৭ ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুরাবাহা পদ্ধতির ব্যবহার/২৪৪
৫.৬.৮ মুরাবাহার বিপরীতে সিকিউরিটি/২৪৬
৫.৬.৯ মুরাবাহায় জামানত/২৪৭
৫.৬.১০ মুরাবাহায় জরিমানা/২৪৮
৫.৬.১১ মুরাবাহায় রোল ওভারের বিধান/২৫০
৫.৬.১২ মুরাবাহায় রেয়াত সুযোগ/২৫০
৫.৭ বাই মুয়াজ্জাল/২৫১
৫.৭.১ বাই মুয়াজ্জালের দলিল/২৫২
৫.৭.২ বাই মুয়াজ্জাল বৈধ হওয়ার শর্ত/২৫৩
৫.৭.৩ নগদ কিনলে কম দাম এবং বাকিতে বেশি দাম হওয়ার বিধান/২৫৪
৫.৭.৪ ইসলামী ব্যাংকিং-এ বাই মুয়াজ্জাল/২৫৫
৫.৮ বাই সালাম/২৫৫
৫.৮.১ বাই সালামের পরিচয়/২৫৬
৫.৮.২ বাই সালামের দলিল/২৫৮
৫.৮.৩ বাই সালামের রোকন/২৬০
৫.৮.৪ বাই সালাম-এর শর্ত/২৬০
৫.৮.৫ প্যারালাল সালাম (Parallel Salam)/২৬১
৫.৮.৬ ইসলামী ব্যাংকে বাই সালামের ব্যবহার/২৬৩

৫.৯ বাই ইসতিসনা/২৬৩
৫.৯.১ বাই ইসতিসনার সংজ্ঞা/২৬৪
৫.৯.২ বাই ইসতিসনার দলিল/২৬৫
৫.৯.৩ বাই ইসতিসনার শর্ত/২৬৬
৫.৯.৪ বাই ইসতিসনা ও বাই সালামের পার্থক্য/২৬৭
৫.৯.৫ বাই ইসতিসনা ও ইজারার মধ্যে পার্থক্য/২৬৭
৫.৯.৬ প্যারালাল ইসতিসনা (الاستصناع الموازى)/২৬৮
৫.১০ বাই আল সারফ/২৬৯
৫.১০.১ বাই আল সারফ-এর সংজ্ঞা/২৬৯
৫.১০.২ বাই সারফ-এর দলিল/২৭১
৫.১০.৩ বাই সরফের শর্ত/২৭১
৫.১০.৪ ইসলামী ব্যাংকিং-এ বাই সারফ/২৭২
৫.১১ ইজারা/২৭৩
৫.১১.১ ইজারার পরিচয়/২৭৩
৫.১১.২ ইজারার দলিল/২৭৪
৫.১১.৩ ইজারা সম্পর্কিত সাধারণ নীতিমালা/২৭৭
৫.১১.৪ ইসলামী ব্যাংকিং-এ ইজারার ব্যবহার/২৭৯
হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক/২৭৯
আল ইজারা ওয়াল ইকতিনা পদ্ধতি/২৭৯
সাব লিজ/২৮০
ইজারা সার্টিফিকেট/২৮১
৫.১২ আল কাফালাহ/২৮২
৫.১২.১ কাফালাহ-এর পরিচয়/২৮৩
৫.১২.২ কাফালাহর দলিল/২৮৫
৫.১২.৩ ব্যাংকিং ক্ষেত্রে কাফালাহর ব্যবহার/২৮৬
৫.১৩ আল হাওয়ালাহ/২৮৭
৫.১৩.১ আল হাওয়ালাহ-এর রোকন/২৮৮
৫.১৩.২ আল হাওয়ালাহ চুক্তি বৈধ হওয়ার শর্ত/২৮৮
৫.১৩.৩ হাওয়ালাহ চুক্তির প্রকারভেদ/২৮৯
৫.১৩.৪ হাওয়ালাহ চুক্তির বিধান/২৮৯
৫.১৪ আল ওয়াকালাহ/২৯০
৫.১৪.১ আল ওয়াকালাহ-এর দলিল/২৯১
৫.১৫ আল জু'য়ালা/২৯৪
৫.১৫.১ জু'য়ালার পরিচয়/২৯৪

৫.১৫.২ জু'য়ালা-এর দলিল/২৯৬
৫.১৫.৩ জু'য়ালা সম্পর্কিত বিধান/২৯৭
৫.১৫.৪ ইজারা এবং জু'ল এর মধ্যে পার্থক্য/২৯৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন : একটি নির্মোহ পর্যালোচনা/২৯৯-৩০৮

৬.১ ইসলামী ব্যাংকগুলোর উন্নতি-অগ্রগতি/২৯৯
৬.২ সামাজিক কল্যাণমূলক কার্যক্রম/৩০২
৬.৩ শিক্ষা বিস্তারে ইসলামী ব্যাংকগুলোর অবদান/৩০৩
৬.৪ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর অবদান/৩০৫
৬.৫ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ, ত্রাণ ও পুনর্বাসনে অবদান/৩০৬
৬.৭ সংস্কৃতি বিকাশে ইসলামী ব্যাংকগুলোর অবদান/৩০৬

সপ্তম অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরিয়াহ পরিপালন/৩০৯-৩২৮

৭.১ শরিয়াহ পরিপালন/৩০৯
৭.২ ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরিয়াহ পরিপালনের গুরুত্ব/৩১০
৭.৩ ব্যাংকিং ক্ষেত্রে শরিয়াহ লঙ্ঘনের ক্ষেত্র ও ধরন/৩১৫
৭.৩.১ ফিকহি পরামর্শ ব্যতীত চুক্তি তৈরি/৩১৫
৭.৩.২ সময় নির্ধারণ করে লাভ নির্দিষ্টকরণ/৩১৬
৭.৩.৩ ডেমারেজ চার্জ/লেট ফি/৩১৬
৭.৩.৪ ব্যাংক গ্যারান্টি ও জামিনে সুদ গ্রহণ/৩১৬
৭.৩.৫ ঘোষিত মুনাফা বণ্টনে অস্পষ্টতা/৩১৭
৭.৩.৬ বিনিয়োগের খাতসমূহ গোপন রাখা/৩১৭
৭.৩.৭ বাই মুরাবাহা ও বাই মুয়াজ্জালের যথাযথ নিয়ম না মানা/৩১৭
৭.৩.৮ শরিয়াহ বোর্ডের কার্যকর ও শক্তিশালী ভূমিকা না থাকা/৩১৮
৭.৩.৯ মালিকানা ছাড়া বিক্রয়/৩১৮
৭.৪. ব্যাংকিং ক্ষেত্রে শরিয়াহ লঙ্ঘনের কারণসমূহ/৩১৯
৭.৪.১ উদ্দেশ্যগত কারণ/৩১৯
৭.৪.২ মালিকদের মধ্যে ইসলামের পূর্ণ অনুসরণ না থাকা/৩১৯
৭.৪.৩ কর্মকর্তাদের শরিয়াহ পালনে অনীহা/৩১৯

৭.৪.৪ স্বতন্ত্র ইসলামী ব্যাংকিং আইন না থাকা/৩২০
৭.৪.৫ শরিয়ার যথাযথ জ্ঞানের অভাব/৩২০
৭.৪.৬ প্রচলিত সুদভিত্তিক কাঠামোর প্রভাব/৩২০
৭.৪.৭ বাহ্যিক ইসলামী রূপদান/৩২০
৭.৪.৮ শরিয়াহ বোর্ডের নামমাত্র ভূমিকা/৩২১
৭.৪.৯ সর্বোচ্চ মুনাফা করার মনোবৃত্তি/৩২১
৭.৪.১০ অডিট ও শরিয়াহ পর্যালোচনার ঘাটতি/৩২১
৭.৪.১১ দক্ষ ইসলামিক ফাইন্যান্স বিশেষজ্ঞের অভাব/৩২২
৭.৪.১২ চুক্তির সঠিক কাঠামো ও শর্তাবলি না মানা/৩২২
৭.৪.১৩ প্রকৃত অংশীদারিত্বমুখী অর্থায়নের অনুপস্থিতি/৩২২
৭.৪.১৪ বাজার প্রতিযোগিতার চাপে শরিয়াহর সাথে আপোষ/৩২৩
৭.৫ ব্যাংকিং ক্ষেত্রে শরিয়াহ লঙ্ঘনের প্রতিকার ও উপায়/৩২৩
৭.৫.১ মালিক ও কর্মকর্তাদের কমিটমেন্ট/৩২৩
৭.৫.২ গ্রাহকদের শরিয়াহ পালনের মানসিকতা গঠন/৩২৩
৭.৫.৩ ইসলামী শরিয়াহভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ব্যাংকিং সিস্টেম গঠন/৩২৪
৭.৫.৪ শক্তিশালী শরিয়াহ পরামর্শদাতা বোর্ড/৩২৪
৭.৫.৫ শরিয়াহ বোর্ডের সদস্যদের ক্ষমতা বৃদ্ধি/৩২৪
৭.৫.৬ সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর জন্য প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি/৩২৫
৭.৫.৭ শরিয়াহ লঙ্ঘনের প্রতিবিধান হিসেবে আইনগত ব্যবস্থা ও সরকারি নীতিমালা/৩২৫
৭.৫.৮ ইসলামী সামাজিক আন্দোলন ও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা/৩২৬
৭.৫.৯ সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ/৩২৭
৭.৬ ভবিষ্যৎ করণীয় ও সুপারিশমালা/৩২৭

অষ্টম অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন ব্যবস্থাকে দিকনির্দেশনা প্রদানকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও তাদের কার্যক্রম পর্যালোচনা/৩২৯-৩৫০

৮.১ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অপরিহার্যতা/৩৩০
৮.২ প্রধান আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা/৩৩১
৮.৩ প্রধান প্রধান কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি ও কার্যক্রম/৩৩৩
৮.৪ অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিটিং অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস (AAOIFI)/৩৩৩
পরিচিতি/৩৩৩

সার্টিফিকেশন/৩৩৩
AAOIFI-এর স্ট্যান্ডার্ডসমূহ/৩৩৫
শরিয়া স্ট্যান্ডার্ডসমূহ/৩৩৬
অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডসমূহ/৩৩৮
অডিট এবং গভর্ন্যান্স স্ট্যান্ডার্ডসমূহ/৩৪০
৮.৫ ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড (IFSB)/৩৪১
পরিচিতি/৩৪১
প্রধান কার্যক্রম/৩৪২
স্ট্যান্ডার্ড বা মানদণ্ডসমূহ/৩৪২
৮.৬ ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট (IIFM)/৩৪৫
আইআইএফএম কর্তৃক স্ট্যান্ডার্ডসমূহ/৩৪৬
হেজিং স্ট্যান্ডার্ডস/৩৪৬
লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্ট স্ট্যান্ডার্ডস/৩৪৬
সুকুক স্ট্যান্ডার্ডস/৩৪৭
ট্রেড ফাইন্যান্স স্ট্যান্ডার্ড/৩৪৭
৮.৭ ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল রেটিং এজেন্সি (IIRA)/৩৪৭
৮.৮ ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্ট কর্পোরেশন (IILM)/৩৪৮
৮.৯ জেনারেল কাউন্সিল ফর ইসলামিক ব্যাংকস অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস (CIBAFI)/৩৪৯
৮.১০ ইসলামিক রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট (IRTI) বা IsDBI (Institute)
৮.১১ ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ট্রেড ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (ITFC)/৩৪৯
৮.১২ দি ইসলামিক কর্পোরেশন ফর ইনসুরেন্স অব ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট ক্রেডিট (ICIEC)/৩৫০
৮.১৩ সারসংক্ষেপ/৩৫০
শেষ কথা/৩৫১
গ্রন্থপঞ্জি/৩৫২